২২. যিহোবা ইস্রায়েলয়ীদের দশ অজ্ঞা, নানাবিধ নিয়ম এবং কনান দেশ দখল করতে সাহায্য করার জন্য তাঁর স্বর্গীয়দূত দেন। মোশি একটি বইয়ে ঈশ্বরের বাণী লিখে রাখেন এবং ***ইস্রায়েলীয়দের বাধ্য রাখার জন্য*** হারণ এবং লোকদের মধ্য থেকে ৭০ জন প্রাচীনবর্গকে নিয়োগ করনে। সিনয় পর্বতে যিহোবার নিকট হতে মোশি দশ আজ্ঞা লেখা এশটি পাথর ফলক, সমাগম-তাম্বুর পরিকল্পনা এবং নির্দেশনা পান, কিন্তু তারপর তিনি ফিরে এসে দেখেন হারোণ সোনা দিয়ে এশটি বাছুর তৈরী করতে লোকদের সাহায্য করছেন। মোশি ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে পাথর ফলক দুটি ভেঙ্গে ফেলেন এবং লেবির সন্তানদের তিন হাজার লোককে মেরে ফেলেন। এরপর মোশি দ্বিতীয়বার আরো দুইটি প্রস্তর ফলক পান যা তিনি একটি স্বর্ণময় সিন্ধুকের মধ্যে রাখেন এবং আবাসস্থান (ঈশ্বরীয় তাম্বু) স্থাপন করেন যেন লোকেরা যেখানে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারে। যিহোবার মহিমা ঈশ্বরীয় তাম্বুকে পূর্ণ করে এবং দিনের বেলায় মেষ স্তম্ভ এবং রাতের বেলায় আলোকস্তম্ব দিয়ে ঈশ্বর প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে ইস্রায়েলীয়দের পরিচালনা করেন। যাত্রা ২০-৪১

দশ আজ্ঞা (যাত্রা ২০)

১. আমার সাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক	৬. নরহত্যা করিও না
২. খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না	৭. ব্যভিচার করিও না
৩. ঈশ্বরের নাম অনর্থক লইও না	৮. চুরি করিও না
৪. বিশ্রাম দিন পবিত্র করিও	৯. মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না
৫. তোমার পিতা-মাতাকে সমাদর করিও	১০.লোভ করিও না

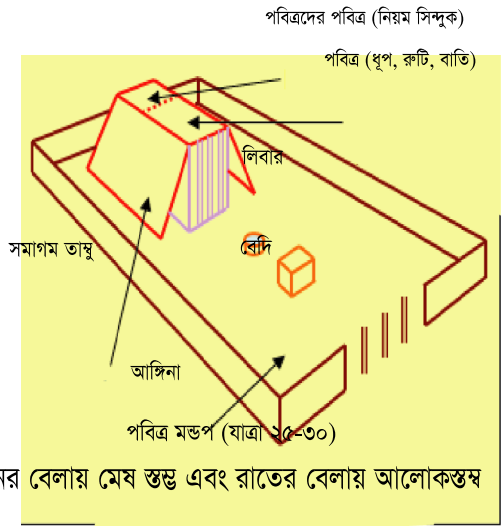

ঈশ্বরীয়-তাম্বুর আসবাবপত্রসমূহ (যাত্রা ৩৭-৩৮)

হোমবেদি (যাত্রা ৩৮,১ রাজাবলী ১)ঃ পিতলে মোড়ানে ৮ ৮ ৪ উচ্চ চতুষ্কোণ, চারিকোণের উপর শৃঙ্গ (কখনও কখনও আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার হত এবং পশু বলি দেবার জন্য পিতলের অন্যান্য জিনিস।

প্রলন পাত্র (যাত্রা ৩৮)ঃ বলির সময় পুরোহিতের ব্যবহার জন্য পিতলের নির্মিত হাত ধোয়ার পাত্র, সমাগম তাম্বুতে প্রবেশ পথে নির্ধারিত সেবাকাজের জন্য স্ত্রীলোকদের দর্পন দ্বারা তৈরি।

নিয়ম সিন্ধুক (যাত্রা ৩৭)ঃ একটি ৪ ফুট দৈর্ঘ্য ২ ফুট প্রস্থ ও ২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কাঠের তৈরি সিন্ধুক, যার ভিতর ও বাহির নির্মল স্বর্ণে মোড়ানো। আর নিয়ম সিন্ধুকের ভিতর ছিল মান্না রাখার জন্য স্বর্ণও তৈরি একটি পাত্র, হারোনের যষ্টি এবং দশ আজ্ঞার দুটি ফলক।

পাপাবরন (যাত্রা ৩৭)ঃ স্বর্ণের তৈরি আবৃত সাথে স্বর্ণে তৈরি দুই করূব, যা উপর ঈশ্বরের উপস্থিতি বিরাজ করত।

ধুপবেদি (যাত্রা ৩৭, প্রকাশিত ৮)ঃ স্বর্ণ দ্বারা ঢাকা ১ ফুট প্রস্থ এবং ৩ ফুট উচ্চ ধুপবেদী যা সিন্ধুকের সামনে ছিল এবং এতে ধূপ জ্বালানো হত।

দীপবৃ (যাত্রা ৩৭, সখরিয় ৪)ঃ ৭৫ পাউন্ডের নির্মল স্বর্ণ দ্বারা পিটানো দীপবৃ যাতে ছিল সমাগম-তাম্বুকে আলোকিত করার জন্য সাতটি প্রদীপ, যে প্রদীপ জলপাইয়ের তেল দিয়ে জ্বালানো হত, আর ঐ তেল দিয়ে মাঝে মাঝে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে বুঝানো হত।

মেজ (যাত্রা ৩৭)ঃ মেজটি স্বর্ণদ্বারা মুড়ানো এবং ৩ ফুট দীর্ঘ, ১ ফুট প্রস্থ এবং ২ ফুট উঁচু ছিল। এর উপর ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাড়িশূন্য রুটি ও ধূপ রাখা হত।

২৩। যিহোবা মোশিকে ৬০০-এর অধিক নিয়ম দেন এবং পুরোহিতদের উৎস্বর্গ করা হয়, যিহোবা নিকট সম্পর্কীয় স্ত্রী-পুরূষদের অবৈধ সঙ্গম নিষিদ্ধ করেন। সমাগম-তাম্বু অপবিত্র করার কারণে যিহোবা **নাদব** ও **অবীহুকে** হত্যা করেন এবং তাদের বদলে হারোণের অপর দুইপূত্র **ইলীয়াসর** ও **ইথামরকে** নিযুক্ত করেন। ইস্রায়েলীয়রা সমাগম তাম্বুর চারপাশে নিজেদের তাম্বুগুলো ক্রুশের আকারে স্থাপন করে, সমাগম-তাম্বুর পূর্বে ১৯০,০০০টি, উত্তর ও দক্ষিণ প্রত্যেক পাশে ১৫৫,০০টি করে, এবং পশ্চিমে ১১০,০০০টি তাম্বু। লেবীয়দেরকে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং শুদ্ধতা ও পবিত্রীকরণের নিয়ম, বৈবাহিক বিশ্বস্থতা, প্রতিজ্ঞার নিয়মাবলী এবং নিস্তারপর্বের নিয়মাবলী দেয়া হয়। লেবীয় ১-২৭, গননা ১-৯

২৪. মোশীর তার স্বন্ধী **হোববকে** ইস্রায়েলীয়দের আশীর্বাদের অংশী করেন এবং প্রান্তরে ইস্রায়েলীয়দের পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেন। মোশীর উপর ঈশ্বরের যে আত্মা অধিষ্ঠান করেন তার কিছু অংশ ৭০ জন প্রাচীনবর্গকে দেয়া হয় যাতে তারা মোশীকে সাহায্য করতে পারেন এবং তাদের মধ্যে দুইজন ভাববাণী বলেন। কিব্রোথ-হত্তাবা নামক স্থানে ঈশ্বর সমুদ্র থেকে ভারুই পাখি আনেন যাতে ইস্রায়েলীয়রা মাংস খেতে পারে কিন্তু যারা অসন্তোষ প্রকাশ করে তাদেরকে তিনি হত্যা করেন। হৎসেরোতে মোশির বোন **মরিয়ম** এবং হারোণ মোশির বিপরীতে কথা বলেন, কারণ তিনি একজন কুশীয় স্ত্রীকে বিয়ে করেন। কিন্তু এর ফলে মরিয়মের এক সপ্তাহের জন্য কুষ্ঠ হয় (গণনা ১০-১২)।

প্রধান আজ্ঞা

মোশী (লেবি ১৯) ঃ মেশার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভাবাসবে এবং তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী বিদেশীকেও নিজের মত ভালবাসবে।

যীশু (মথি ৭) ঃ তোমরা অন্যদের কাছ থেকে যেমন আচরণ আশা কর, অন্যদের প্রতিও সেইরকম আচরন কর কারণ এটিই ব্যবস্থা ও ভাববাদী গ্রন্থের সার। (লূক ৬) যারা তোমাদের ভালবাসে তাদেরকে ভালবাসার মধ্যে কি গৌরব আছে তোমরা শত্রুকে ভালবাস।

২৫. হোশেয়কে, **যিহোশূয় (যিহোবা রক্ষা করেন)** নাম দেয়া হয়, এবং তাকে ১২ জন গুপ্তচরদের একজন হিসেবে কনান দেশে পাঠানো হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে ১০ জন কনান দেশের বলবান লোকদের দেখে ভয় পায়। লোকেরা পাথর মেরে মোশীকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু ঈশ্বর মোশীকে রক্ষা করেন এবং ইফ্রয়িম বংশের যিহোশূয় ও যিহূদা বংশের **কালেবকে** কনান দেশে ঢুকতে দেন। কিন্তু ইস্রায়েলীয়দের অভিশাপ দেন এবং তারা ৪০ বছর প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। তারা অমালেককে আক্রমণ করে এবং পরাজিত করেন (গণনা ১৩-১৪)।

২৬. কোরহ এবং ২৫০ জন বিদ্রোহীকে পৃথিবী গ্রাস করে অথবা ঈশ্বর তাদের ভস্মীভূত করেন এবং তাদের অঙ্গারধানী যজ্ঞবেদির পাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বার বংশের মধ্যে হারোণের বংশকে যাজক হওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়। যাজকীয় যজ্ঞ এবং লাল গরুর ভস্ম পরিস্কার করার জন্য অশৌঘ্ন জল ব্যবহারের বিষয়ে ঈশ্বর নিয়ম দান করেন। কাদেশে মরিয়মের মৃত্যু হয়, এবং পাথর থেকে ইস্রায়েলীয়দের জল দেয়ার ব্যাপারে ঈশ্বরকে মান্য না করার কারণে মোশী ও হারোণের কনান দেশে প্রবেশ করা বাতিল হয় (গণনা ১৩-২০)।

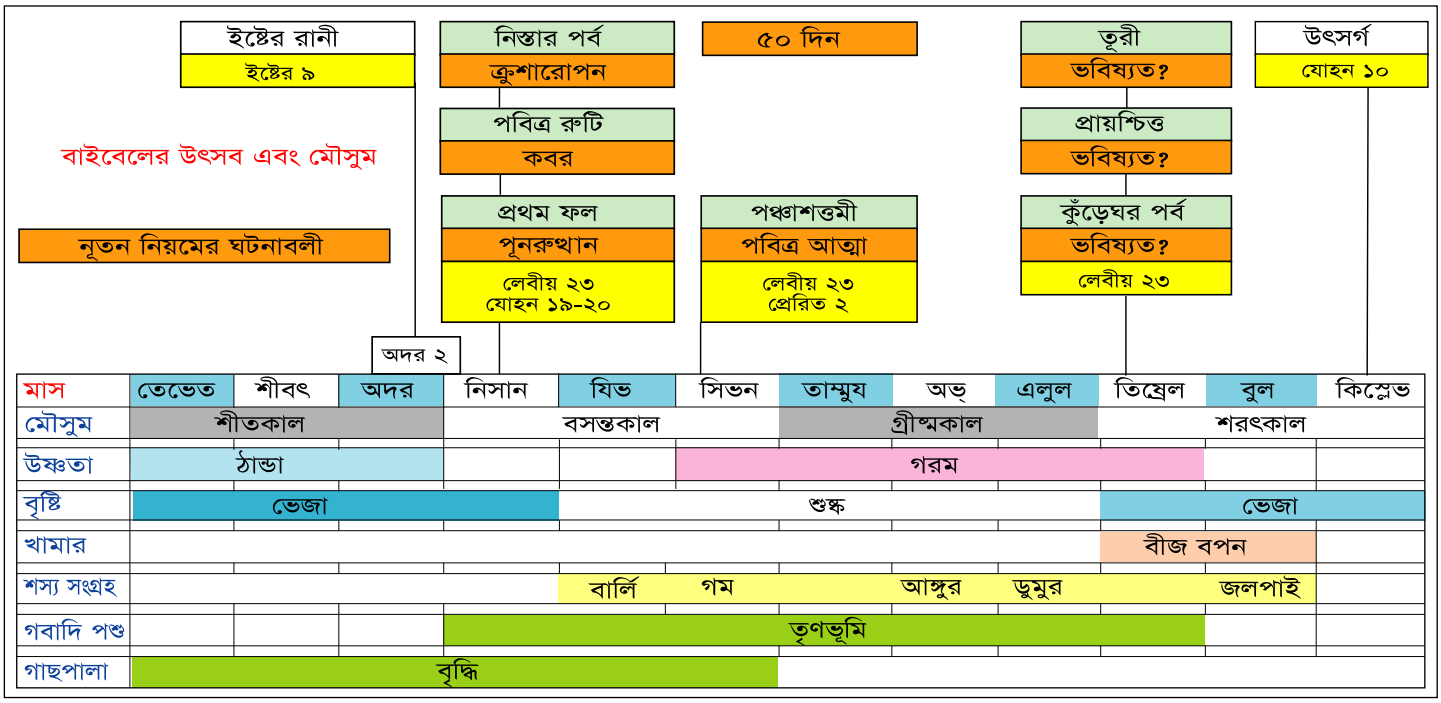

২৭. ইদোমীয় সৈন্যবাহিনী ইস্রায়েলীয়দেরকে ইদোমীয়দের দেশের ভিতর দিয়ে যেতে দিতে অস্বীকার করে। এরপর হারোণ হোর পর্বতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার ছেলে ইলিয়াসরকে তার স্থলে অভিষিক্ত করা হয়। অরার দেশের কনানীয়রা ইস্রায়েলীয়দের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাদের অনেককে বন্দী করে, তাই ঈশ্বর তাদের নগরগুলো ইস্রায়েলের হাতে সমর্পণ করেন। এরপর ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে বচসাকারীদের কষ্ট দেয়ার জন্য ঈশ্বর বিষধর সাপ পাঠান, কিন্তু তাদের সুস্থ করার জন্য মোশী একটি ***ব্রোঞ্জের সাপ তৈরি করে খুঁটির উপরে রাখেন।*** ইস্রায়েলীয়রা, ইমোরীয়দের **রাজা সিহোনকে,** হিষবোনে পরাজিত করে এবং অর্ণোন থেকে যব্বোক নদী পর্যন্ত ইমোরীয়দের দেশে বাস করে। ইস্রায়েলীয়রা বাশনের **রাজা ওগকে** ইদ্রিয়ীতে পরাজিত করে এবং তার রাজ্য ও গিলিয়দ দখল করে (গণনা ২০-২১; আদি ১৫; দ্বিতীয় বিবরণ ৩; ২ রাজাবলি ১৮; যোহন ৩)।

পুরোহিতের আশীর্বাদ (গণনা ৬)

সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করুন ও রক্ষা করুন; সদাপ্রভুর দয়া আলোর মত তোমার উপর পড়ুক; তাঁর করুণা তোমার উপর থাকুক। সদাপ্রভু তাঁর মুখ তোমার দিকে ফিরান ও তোমাকে শান্তি দিন।

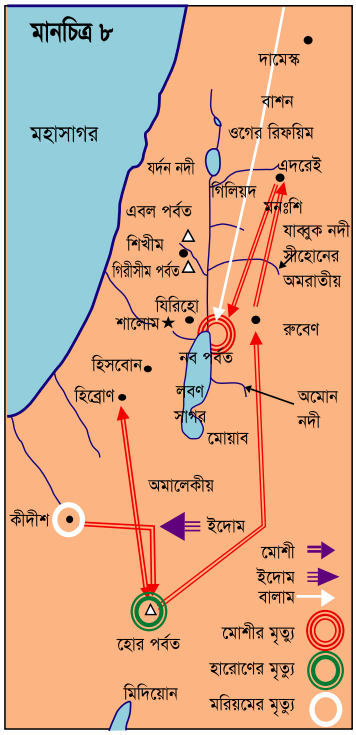

২৮. মোয়াবের ভীতু **রাজা বালাক** হারোণ থেকে বিলিয়ামকে খুঁজে বের করেন এবং ঈশ্বর যেন ইস্রায়েলকে অভিশাপ দেন সেজন্য তাকে দিয়ে অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বর ***বিলিয়ামের দ্বারা, ইস্রায়েলকে অভিশাপের পরিবর্তে আশীর্বাদ করেন এবং মোয়াব, ইদোম ও অমালেকদের অভিশাপ দেন।*** বিলিয়াম ইস্রায়েলকে বিপথে নেওয়ার জন্য মিদিয়োনীয় ও মোয়াবীয়দের ব্যভিচারের দেবদেবীদের ব্যবহার করেন কিন্তু **যাজক পিনহস** এর সমাপ্তি ঘটান এবং ২৪০০০ লোক মারা যায়। ঈশ্বর মোশি ও ইলিয়াসরকে নির্দেশ দেন যাতে, মোশীর মৃত্যুর পর যিহোশূয়কে ইস্রায়েলের নতুন নেতা হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। *বিলিয়াম এবং মিদিয়োনের পাঁচজন রাজা ও তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করতে পিনহসের নেতৃত্বে ইস্রায়েলীয়দের পাঠানো হয়।* মোশি রূবেন, গাদ ও মনঃশির অর্ধেককে সীহোন এবং ওগের এলাকার অন্তর্গত যর্দন নদীর পূর্ব দিকে বসতি স্থাপন করতে বলেন। প্রত্যেক বংশ কনানে তাদের নিজেদের এলাকা থেকে চারটি শহর লেবীয়দের দান করবে এবং সেগুলোর মধ্য থেকে ৬টি আশ্রয় নগর স্থাপন করা হবে (গণনা ২২-৩৫)।

২৯. দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকঃ যিরিহো থেকে যর্দন নদীর মধ্যকার মোয়াবের সমভূমিতে, মোশি ইস্রায়েলীয়দের বিভিন্ন নির্দেশনা ও বিদায়ী বক্তৃতা দেন। ১-১০. **ইস্রায়েল ঈশ্বরকে তাদের প্রভু হিসেবে ভালবাসবে এবং তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করবে। ১১. ইস্রায়েল কনানের সব প্রতিমা ধ্বংস করবে এবং আরাধনার জন্য মাত্র একটি স্থান রাখবে যা ঈশ্বর পছন্দ করবেন। ভবিষ্যতে ইস্রায়েলের একজন রাজা থাকবেন যিনি মিসরীয় অস্ত্র, অনেক স্ত্রী অথবা সম্পদ পছন্দ করবেন না, কিন্তু সদাপ্রভুর নিয়ম পছন্দ করবেন। ১৭. ঈশ্বর একজন ভাববাদী পাঠাবেন যিনি মোশির মত বাধ্য থাকবেন।** যেসব ভাববাদী বিফল হবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। **১৮. যর্দন নদী পার হওয়ার পর ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ স্মরণ করার জন্য ইস্রায়েলীয়রা পাথরের তৈরি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করবে। আর এসময় ইফ্রয়িম, মনঃশি, বিন্যামীন, যিহূদা, লেবি, শিমিয়োন এবং ইষাখর গরিষীম পর্বত থেকে ইস্রায়েলীয়দের আশীর্বাদ করবে, কিন্তু তারা বিপথে গেলে রূবেন, গাদ, দান, আশের, নপ্তালি এবং সবূলূন এবল পর্বত থেকে তাদের অভিশাপ দেবে। ১৯-৩০. ইস্রায়েল তাদের সন্ধি নবায়ন করে,** একটি দায়িত্ব পায় এবং যিহোশূয়কে তাদের নেতা বানানো হয়। ইস্রায়েলকে সতর্ক করার জন্য ***ভাবী ভ্রষ্টতার বিষয় ভবিষ্যতবাণী করা হয়*** এবং মোশির সংগীত গাওয়া হয়। এরপর মোশিকে নবো পর্বতে পাঠানো হয় যেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ৩১-৩২. ***মোশি রূবেনকে অভিশাপ দেন কিন্তু অন্য এগার বংশকে আশীর্বাদ করেন, এবং যোষেফ, লেবি, যিহূদা এবং বিন্যামীন বংশকে বেশি আশীর্বাদ করেন।*** ৩৩. এরপর মোশি ১৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং শয়তান মোশির দেহের ব্যাপারে প্রধান **স্বর্গদূত মীখায়েলের** সাথে বাদানুবাদ করে। ৩৪. বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ২-৩; ২ শমূয়েল ৭; মথি ২২; ইব্রীয় ১; যিহূদা।

৩০. যিহোশূয় ৭০ বছর বয়সে যিরিহো নগরীতে দুইজন চর পাঠান এবং **রাহব** নামে এক বেশ্যা তার পরিবারকে রক্ষার জন্য তাদের লুকিয়ে রাখে। ঈশ্বর আদম শহর থেকে যর্দন নদীকে শুস্কভূমিতে পরিণত করেন যাতে ইস্রায়েলীয়রা শুস্কভূমি দিয়ে পার হতে পারে এবং তারা গিলগলে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করে। **গিলগলে ইস্রায়েলীয়দের ত্বকছেদ করানো হয়,** যাতে তারা মিসরে তাদের বন্দিদশার নিন্দা থেকে মুক্ত হওয়া লোকদের গণনা করতে পারে এবং নিস্তারপর্ব পালন করতে পারে। মান্না পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং **ঈশ্বরের বাহিনীর** পরিচালক যিহোশূয় তার পা থেকে জুতা খুলে ফেলেন কারণ তিনি পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। ঈশ্বর যিরিহো নগরীর প্রাচীর ধ্বংস করেন এবং ইস্রায়েলীয়রা এই প্রাচীর ধ্বংসের সময়ে অনুষ্ঠিত পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করে। কিন্তু অয় ইস্রায়েলীয়দের ছত্রভঙ্গ করে কারণ **আখন** যিরিহো থেকে চুরি করেছিল, সেজন্য তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে সংহার করা হয় এবং ইস্রায়েল অয় নগরী দখল করে (যিহোশূয় ১-৮; মথি ১)।

৩১. যিহোশূয় মোশির নিয়মগুলো লিপিবদ্ধ করেন এবং মোশীর আদেশ অনুসারে ইস্রায়েলীয়রা এবল ও গরিষীম পর্বত থেকে আশীর্বাদ ও অভিশাপের কথা পাঠ করে। গিবিয়োনের শক্তিশালী হিব্বীয় লোকেরা চালাকি করে একারাই যিহোশূয়ের সাথে শান্তিচুক্তি করতে চায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ক্রীতদাসে পরিণত হয়। যিহোশূয় দক্ষিণ ইমোরীয়দের পাঁচ রাজাকে পরাজিত করেন (শালেমের রাজা **অদোনী-সেদক,** হিব্রোণের রাজা হোহম, যমূর্তের রাজা পিরাম, লাখীশের রাজা যাফিয়ের, ইগ্লোনের রাজা দবীর), যারা গিবিয়োন আক্রমণ করে। এসময় ঈশ্বর মহাশিলা বর্ষন করেন, সংহার করেন এবং যুদ্ধের জন্য দিনের সময় বাড়িয়ে দেন। যিহোশূয় হাৎসোরের কাছে কনানের সব বড় রাজাকে পরাজিত করেন এবং খণ্ডবিখণ্ড করেন কারণ তারা আক্রমণ করেছিল। **অরাবার** কাছ থেকে কালেব হিব্রোণ দখল করেন এবং পলেষ্টীয় ছাড়া অনাকীয়দের সব বীরদের সংহার করেন। কনান নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ইস্রায়েল মোট ৩১ জন রাজাকে পরাজিত করে এবং গাজা, গাদ ও অসদোদ প্রভৃতি পলেষ্টীয় শহরগুলোতে অনাকীয় বীরদের আটকে রাখে (যিহোশূয় ৮-১২, ১৫; মালাখি ৪)।

ইস্রায়েলের বংশ (যিহোশূয় ১৩-২১)

যর্দন নদীর পূর্ব তীরঃ ১. রূবেন, ২. গাদ, ৩ক. মনঃশির অর্ধেক (যোষেফ)।

যর্দন নদীর পশ্চিম তীরঃ ৩খ. মনশিঃর অর্ধেক (যোষেফ), ৪. যিহূদা, ৫. ইফ"য়িম (যোষেফ), ৬. বিন্যামীন, ৭. শিমিয়োন (যোষেফ), ৮. সবূলূন, ৯. ইষাখর, ১০. আশের, ১১. নপ্তালি, ১২. দান, ১৩. অন্যান্য বংশের শহরগুলোর লেবি।

৩২. ঈশ্বর যিহোশূয়ের মাধ্যমে ইস্রায়েলের বার বংশের জন্য কনান দেশ ভাগ করেন, কিন্তু সিদোন ও পলেষ্টীয় তখনও দখল করা হয়নি। ইফ্রয়িমের **শিলোতে সমাগম-তাম্বু স্থাপন করা হয়** এবং জমির রেকর্ড রাখা হয় (প্রত্যেক বংশ থেকে লেবীয়দের জন্য শহর রাখা হয়)। যর্দনের পূর্বতীরের বংশগুলো ফিরে আসে এবং একটি স্মৃতিস্মারক বেদি তৈরি করে যা পিনহস অনুমোদন করেন। **যিহোশূয় ইস্রায়েলীয়দের আদেশ করেন যেন তারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, মোশির প্রত্যাদেশ মান্য করে এবং বিভিন্ন দেশ জয় করা সমাপ্ত করে। যিহোশূয় শিখিমে ইস্রায়েলীয়দের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করান যেন তারা ঈশ্বরের সেবা করে।** তিনি তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন যেন তারা সব প্রতিমা ধ্বংস করে এবং স্মারক হিসেবে একটি বড় পাথর স্থাপন করে যা তাদের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করবে। **যোষেফের হাড়গুলো ইফ্রয়িমের শিখিমে কবর দেয়া হয়।** ইলিয়াসরকে ইফ্রয়িম প্রদেশের গিবাহ্ পাহাড়ে কবর দেয়া হয় যা পিনহসকে দেয়া হয়েছিল। যিহোশূয় ১১০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং ইফ্রয়িম প্রদেশের তিম্নৎ-সেরতে তাকে কবর দেয়া হয় (যিহোশূয় ১৩-২৪; বিচারকর্তৃগণ ২-৩)।

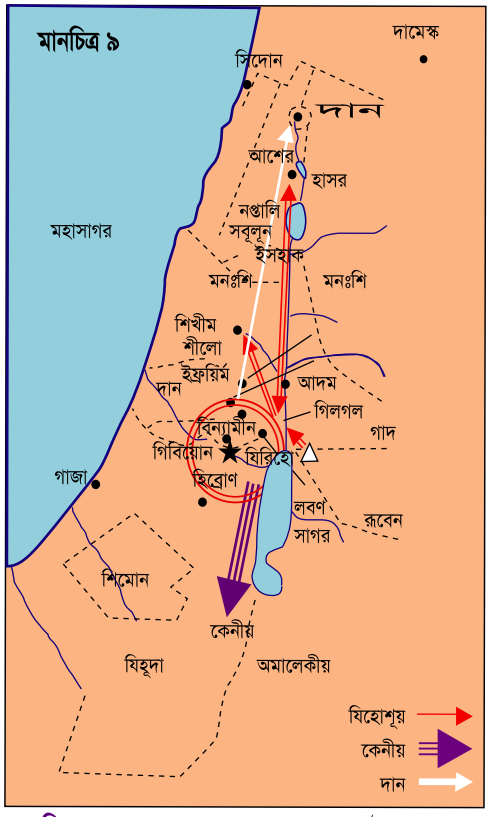

আজ্ঞা (দ্বিতীয় বিবরণ ৬)

ইস্রায়েলীয়রা, শোন, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এক। তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দিয়ে **তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভালবাসবে।**

বিচারকর্তৃগণের বিবরণ

৩৩. মোশীর স্বন্ধী **মিদিয়োনীয়দের পরিচালক হোবাব, তার কেনীয় লোকদের নিয়ে অমালেকের কাছে বসতি স্থাপন করেন।** কালেবের ভাতিজা **অৎনিয়েল** কালেবের কন্যাকে বিয়ে করেন কারণ তিনি কিরিয়ৎ-সেফর নামক শহরটি দখল করার জন্য কালেবকে সাহায্য করেন। **ইস্রায়েল অবশেষে পার্বত্য অঞ্চলগুলো দখল করে কিন্তু সমতল দেশগুলো দখল করতে পারে না কারণ তাদের লোহার তৈরি যুদ্ধ রথ ছিল।** যিহোশূয়ের মৃত্যুর পর রাজ্য জয়ের কাজ চালিয়ে নেবার জন্য ঈশ্বর যিহূদাকে মনোনীত করেন, তাই তারা শিমিয়োনকে সাহায্য করে এবং শালেম নগর পুড়িয়ে দেয় এবং একজন বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় ইফ্রয়িম বৈথেল দখল করে (বিচার ১)।

৩৪. **এরপর ইস্রায়েলীয়রা কনানীয়দের দাস হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বাঁচিয়ে রাখে;** তাই ঈশ্বরের দূত গিলগল থেকে বোখিমে (রোদনকারী) যান এবং ঈশ্বরকে অমান্য করার জন্য অভিশাপ দেন। ***ঈশ্বর অবশিষ্ট কনানীয়দের কনান দেশ থেকে বের করবেন না কিন্তু ইস্রায়েলীয়দের নষ্ট করতে তাদের সেখানে রাখবেন।*** **তাই ইস্রায়েলের পরবর্তী প্রজন্ম যারা ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজগুলো দেখেনি তারা কনানীয় দেবদেবির পূজা করতে শুরু করে।** আর ঈশ্বর তাদের শত্রুদের, তাদের জিনিসপত্র লুঠ করতে দেন, **কিন্তু তাদের সংশোধন করার জন্য বিচারকর্তৃগণকে নিযুক্ত করেন** (বিচার ১-৩)।

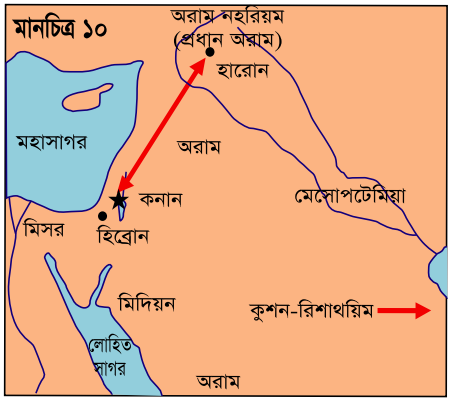

৩৫. যিহূদার বিচারক অথনিয়েল ইস্রায়েলকে **কুষন-রিসহাতিয়ামের** ৮ বছর ব্যাপী অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেন। তখন তারা হারোণের কাছে অরাম নাহারিয়ামে ছিলেন। এরপর অথনিয়েলের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ৪০ বছর শান্তি বিরাজ করে। **মীখা** ইফ্রয়িমে একটি মন্দির স্থাপন করে তার নিজের ব্রোঞ্জের তৈরি প্রতিমাগুলো সেখানে রাখে। অমরীয়রা দানকে দক্ষিণে হঠিয়ে দেয়, ফলে তারা পাঁচ জন লোক পাঠায় যাদেরকে মীখার পুরোহিত আশীর্বাদ করেন এবং তারা উত্তরে অরতি লেয়িশ নগর খুঁজে পায়। **তারা উত্তরের নতুন শহরের জন্য মীখার পুরোহিত এবং প্রতিমাগুলো নেয় এবং নতুন শহরটির নাম রাখে দান** (বিচার ১৩,১৭ এবং ১৮)।

৩৬. বিন্যামীনের **বিচারক এহূদ** মোয়াবীয়দের দ্বারা ১৪ বছরের অত্যাচারের অবসান করেন। তিনি তাদের রাজা ইগ্লোনকে আঘাত করেন এবং যুদ্ধ করার জন্য লোকদের ইফ্রয়িমে জড়ো করেন। এহূদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সেখানে ৮০ বছর শান্তি বিরাজ করে। **বিচারক শ্যামগার,** যিনি সম্ভবত যিহূদার বংশের, ষাঁড় পিটানোর একটি লাঠি দিয়ে ৬০০ পলেষ্টীয়কে হত্যা করেন (বিচার ৩)।

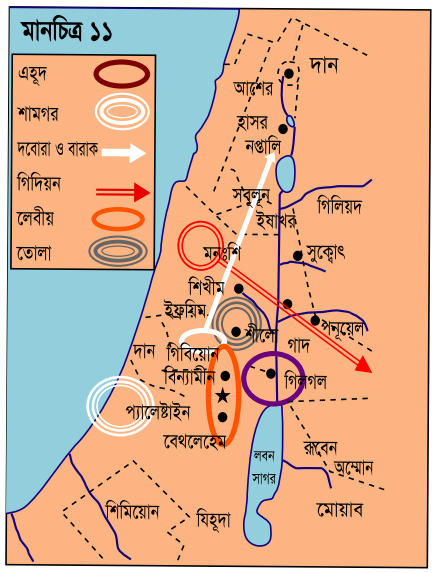

প্রায় ১২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে
ব্যাপকভাবে লোহার ব্যবহার শুরু হয়

৩৭. হাৎসোরের **যাবীন রাজার** ২০ বছরের উপদ্রব এবং **সীষরার** লোহার তৈরি ৯০০ যুদ্ধরথের উপদ্রবের অবসান ঘটাতে, ইফ্রয়িমের **বিচারক দবোরা** নপ্তালি থেকে অবীনোয়মের ছেলে বারাককে আনেন। কিন্তু তিনি ***ভবিষ্যতবাণী করেন যে, এই বিজয়ের প্রধান কারণ হবেন একজন মহিলা।*** ইফ্রয়িম, বিন্যামীন, নপ্তালি, ইষাখর এবং সবূলূন, যাবীন রাজাকে কীশোন নদীর কাছে পরাজিত করে। এসময় রূবেন ও দান লুকিয়ে থাকে। *কিন্তু কেনীয় হেবরের স্ত্রী* যায়েল তাঁবুর একটি গোঁজ দিয়ে **সীষরাকে হত্যা করে।** এরপর সেখানে ৪০ বছর পর্যন্ত শান্তি বিরাজ করে (বিচার ৪-৫)।

৩৮. ঈশ্বরের দূতের নির্দেশ অনুযায়ী, মনঃশির **বিচারক গিদিয়োন** মনঃশি, আশের এবং নপ্তালির ৩২০০০ যোদ্ধার মধ্য থেকে মাত্র ৩০০ যোদ্ধা নিয়ে মিদিয়োনীয়দের পরাজিত করেন এবং ৭ বছরের উপদ্রবের অবসান ঘটান। গিদিয়োন ইফ্রয়িমকে বলেন যেন, যর্দন নদীতে অবস্থিত মিদিয়োনীয়দের নিরাপদ স্থানটি গুঁড়িয়ে দেয়। কিন্তু **গর্বিত ইফ্রয়িম পরে তাকে তিরস্কার করে** কারণ ঐ কাজের জন্য তাদের যথাযথ সম্মান দেখানো হয়নি। গিদিয়োন তাদের অহমিকা শান্ত করেন। গিদিয়োন মিদিয়োনীয় রাজাদের ধরেন এবং সুক্কোৎ ও পিনিয়েল নামক স্থানে অসহযোগী ইস্রায়েলীয়দের হত্যা করেন। গিদিয়োন নিজে রাজা হতে অস্বীকার করেন কিন্তু তার ৭০ জন ছেলে সম্পূর্ণ দক্ষিণ ইস্রায়েলে রাজত্ব করেন। এরপর গিদিয়োন একটি স্বর্ণের এফোদ তৈরি করেন এবং প্রতিমাপূজা শুরু করেন। কিন্তু তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৪০ বছর দেশে শান্তি বিরাজ করে (বিচার ৬-৮)।

ইস্রায়েলের বিচারকর্তাগণ (বিচারকর্তৃগণ ৩-১৬)

১. অৎনীয়েল (যিহূদা)	৭. যায়ীর (মনঃশি?)
২. এহূদ (বিন্যামীন?)	৮. যিপ্তহ (মনঃশি)
৩. শম্‌গর (যিহূদা)	৯. ইবসন (যিহূদা)
৪. দবোরা (ইফ্রয়িম) ও বারাক (নপ্তালি)	১০. এলোন (সবূলূন)
	১১. অব্দোন (ইফ্রয়িম)
৫. গিদিয়োন (মনঃশি)	১২. শিম্‌শোন (দান)
৬. তোলয় (ইষাখর)	১৩. শমূয়েল (ইফ্রয়িম)

৩৯. গিদিয়োনের ছেলে **অবীমেলক** শিখিমে নিজের ৭০ জন ভাইকে হত্যা করেন এবং নিজেকে তাদের রাজা ঘোষণা করেন। যাহোক, তার বেঁচে যাওয়া ভাই **যোথম** এই ***ভাববাণী বলেন যে, শিখিম এবং অবীমেলক পরস্পরকে ধ্বংস করবে।*** তিন বছর পর *অবীমেলক শিখিম পরাস্ত করেন কিন্তু একজন মহিলা অবীমেলককে হত্যা করে।* ইফ্রয়িমে **প্রথম সংঘাত হয় এবং তাদের সম্মানের জায়গা, যোষেফের কবরস্থান আক্রমন করা হয়** (বিচার ৯)।

৪০. ইফ্রয়িম প্রদেশের একজন লেবিয় যিহূদা প্রদেশের বেথলেহেম থেকে একজন উপপত্নী গ্রহণ করেন কিন্তু তাকে বলাৎকার করা হয় বিন্যামীন প্রদেশের গিবিয়ায় হত্যা করা হয়। তাই সাহায্য পাবার আশায় তিনি তার উপপত্নীর খণ্ডিত দেহ অন্য এগার বংশের কাছে পাঠান। **কিন্তু গর্বিত বিন্যামীনেরা (যোষেফের ভাই) শাস্তির জন্য ঐসব লোককে তাদের হাতে দিতে অস্বীকার করে। তাই ইস্রায়েল ৬০০ লোক বাদে বিন্যামীনের সবাইকে ধ্বংস করে,** এবং **সম্পূর্ণ বংশ যেন ধ্বংস না হয়ে যায়** এজন্য শিলোর উৎসবের সময় যাবেষ-গিলিয়দ থেকে তাদের জন্য স্ত্রী নিয়ে আসে, কিন্তু যুদ্ধের সময় তাদের সাথে যোগ না দেয়ায় তারা তাদেরও হত্যা করে (বিচার ১৯-২১)।

৪১. ইষাখর বংশীয় **বিচারক তোলয়** ইফ্রয়িমে ইস্রায়েলীয়দের রক্ষা করেন এবং তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইফ্রয়িমে ২৩ বছর শান্তি বিরাজ করে। **বিচারক যায়ীর** তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৩০ জন ছেলে নিয়ে গিলিয়দে বিচার করেন। **এরপর ইস্রায়েল ঈশ্বরের আরাধনা করা বন্ধ করে দেয়।** ফলে ঈশ্বরের কাছে অনুতাপ করার আগ পর্যন্ত পলেষ্টীয় ও অম্মোনীয়রা ১৮ বছর তাদের উপদ্রব করে। **এরপর তারা শুধু ঈশ্বরেরই আরাধনা করতে শুরু করে** (বিচার ১০)।

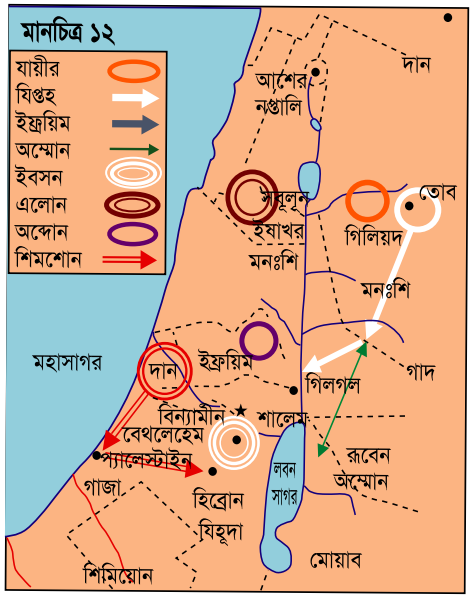

৪২. টোবের একটি দলের নেতা, **বিচারক যিপ্তহ** গিলিয়দবাসীদের অম্মোনীয়দের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন যাতে তিনি তাদের শাসনকর্তা হতে পারেন। তিনি শত্রুদের ২০টি শহর লুঠ করেন এবং প্রতিশ্রুতি রার জন্য নিজের মেয়েকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেন। যে প্রতিশ্রুতি তিনি করেছিলেন তার বিজয়ের জন্য। বিজয়ের ভাগ না দেয়ার কারণে **গর্বিত ইফ্রয়িম সন্তানরা যিপ্তহকে আক্রমণ করে।** তাই শিব্বোলেৎ পরীক্ষার মধ্যে যর্দন নদী পর হওয়ার সময় **যিপ্তহ ইফ্রয়িমের ৪২০০০ যোদ্ধাকে হত্যা করেন। এটি ইফ্রয়িম ও তাদের সামরিক শক্তির উপর দ্বিতীয় আঘাত** (বিচার ১০-১২)।

৪৩. যিহূদা বংশের **বিচারক ইবসন** তার ৩০ জন ছেলে নিয়ে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৭ বছর বেথলেহেমে থেকে ইস্রায়েলকে পরিচালনা করেন। সবূলূন বংশের **বিচারক এলোন** মৃত্যুও আগ পর্যন্ত ১০ বছর পরিচালনা করেন। ইফ্রয়িম বংশের **বিচারক অব্দোন** ৪০ জন ছেলে ও ৩০ জন নাতি নিয়ে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৮ বছর পরিচালনা করেন (বিচার ১২)।